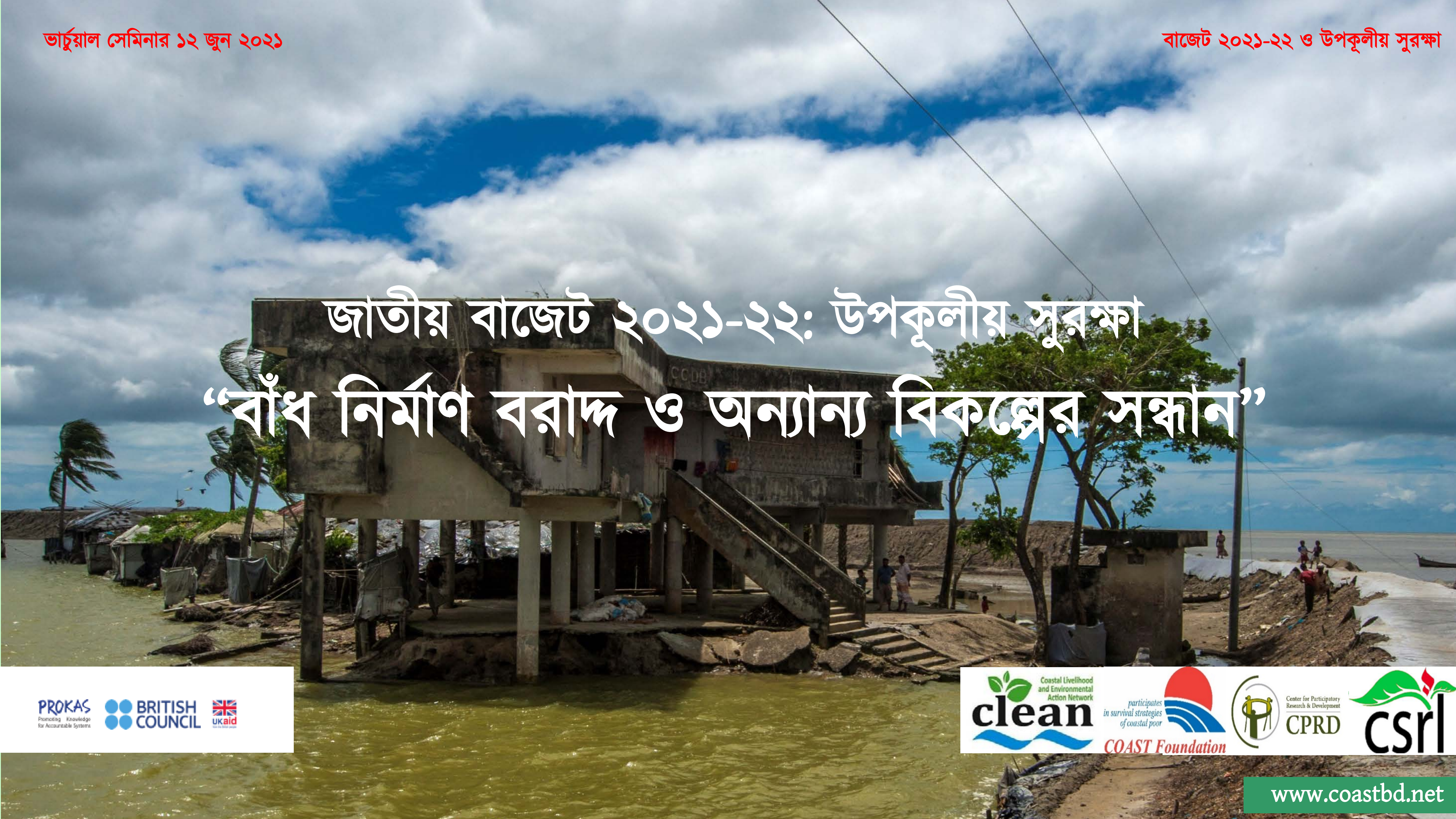
ভার্চুয়াল সেমিনার ১২ জুন ২০২১
বাজেট ২০২১-২২ ও উপকূলীয় সুরক্ষা
জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: উপকূলীয় সুরক্ষা
“বাঁধ নির্মাণ বরাদ্দ ও অন্যান্য বিকল্পের সন্ধান”
PROKAS
BRITISH COUNCIL
UKaid
Coastal Livelihood and Environmental Action Network
clean
participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation
Center for Participatory Research & Development
CPRD
csrl
www.coastbd.net

বাজেট ২০২১-২২ ও জীবন জীবিকায় প্রাধান্য !!!

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যে কারনে জীবন জীবিকা সংকটে

- করোনা মহামারী
- জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব

❑ সরকারের টেকসই সুরক্ষা কৌশলের দুর্বলতার কারণে উপকূলের মানুষ উন্নয়ন বঞ্চিত হতে পারে।

❑ ২.৫ কোটি মানুষ নতুন করে দারিদ্রসীমার নীচে চলে যাওয়ার কারনে দেশে এখন দারিদ্রের হার ৪০%।

[BIDS, SANEM]

ছবিঃ চলমান করোনা মহামারীতে কোস্টের রিলিফ বিতরণ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং উপকূলের ক্ষয়ক্ষতি

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ক্ষয়ক্ষতি

অবকাঠামোগত [বাঁধ] ক্ষতি

- ২৫৫ কিলোমিটারেরও বেশি বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
- সাতক্ষীরায় ১৭৮ কিলোমিটার, খুলনায় ৩৯ কিলোমিটার, ভোলায় ১৮ কিলোমিটার, কক্সবাজারের কুতুবদিয়া ও টেকনাফে প্রায় ২০ কিলোমিটার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। [NAWG]

অর্থনৈতিক ক্ষতি:

- মোট ক্ষতি ১১০০ কোটি টাকা
- কৃষিতে ক্ষতি ৬০০ কোটি টাকা
- মৎস্য ঘেরের ৪০০ কোটি টাকার অধিক ক্ষতি হয়েছ

বেসরকারী হিসাবে এই ক্ষতি ২৫০০ কোটি টাকারও [প্রায় ০৩ বিলিয়ন ডলার] বেশী হয়েছে।

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় “ইয়াস” এর কারণে ক্ষয়ক্ষতি

আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি

- প্রায় ৭৮৫০ মাছের ঘের ক্ষতিগ্রস্থ, যার প্রাথমিক আর্থিক মূল্য ১০০-১২০ কোটি টাকা।

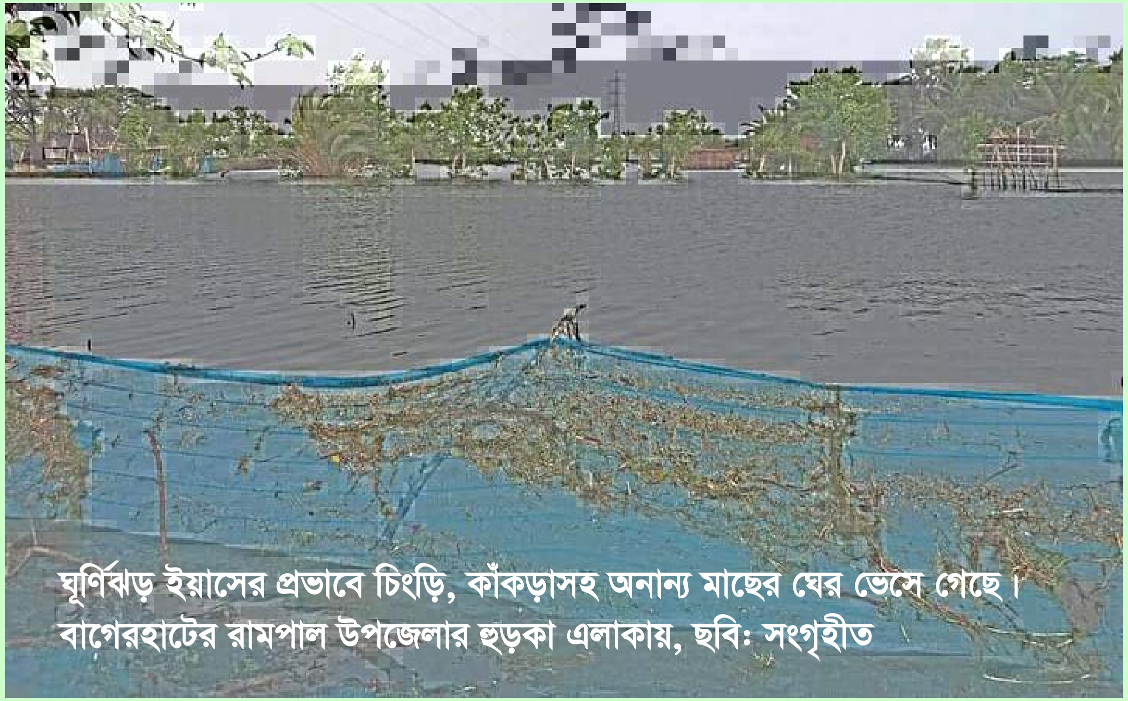

ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে চিংড়ি, কাঁকড়াসহ অনান্য মাছের ঘের ভেসে গেছে। বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার হুড়কা এলাকায়, ছবি: সংগৃহীত

অবকাঠামোগত [বাঁধ] ক্ষয়ক্ষতি

২৭৭ কিলোমিটারেরও বেশী বাঁধ সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যার মধ্যে-

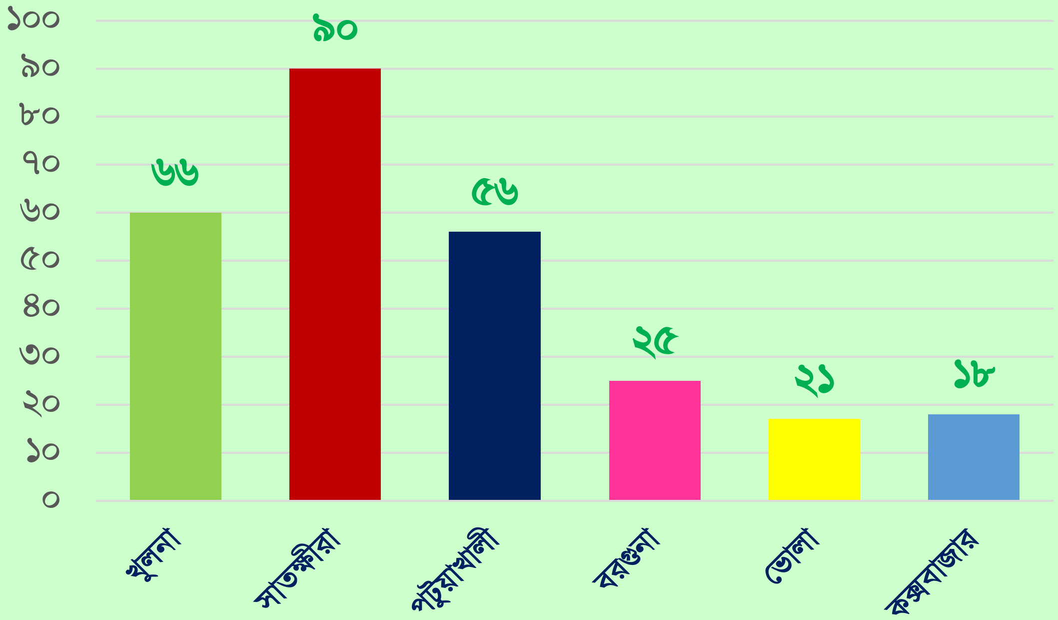

(ব্রাক সিচুয়েশন রির্পোট ৩১ মে’২১)

ছবিগুলোই বলে দিচ্ছে উপকূলের দুর্দশা লাঘবে সরকারের নজর কতটুকু ?

সূত্র: বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে ও নিজস্ব সংগ্রহ

দুর্যোগ জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতিই এত অল্প সময়ে পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়

- গত অর্থ বছর (২০-২১) ১,০৯৬ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ ছিল খুবই অপ্রতুল।
- উপকূলে বাঁধের পরিমান প্রায় ৫,৭০০ কি:মি:। বিভিন্ন দুর্যোগে গত ১৪ বছরে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ২,১০০ কি:মি:।
- বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় CEIRP প্রকল্পের আওতায় গত পাঁচ বছরে উপকূলীয় এলাকায় নতুন বাঁধ নির্মান হয়েছে মাত্র ৫৯ কি:মি:

সূত্র: যুগান্তর প্রতিবেদন ৩১ মে ২০২১

বিগত দশকগুলোতে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান

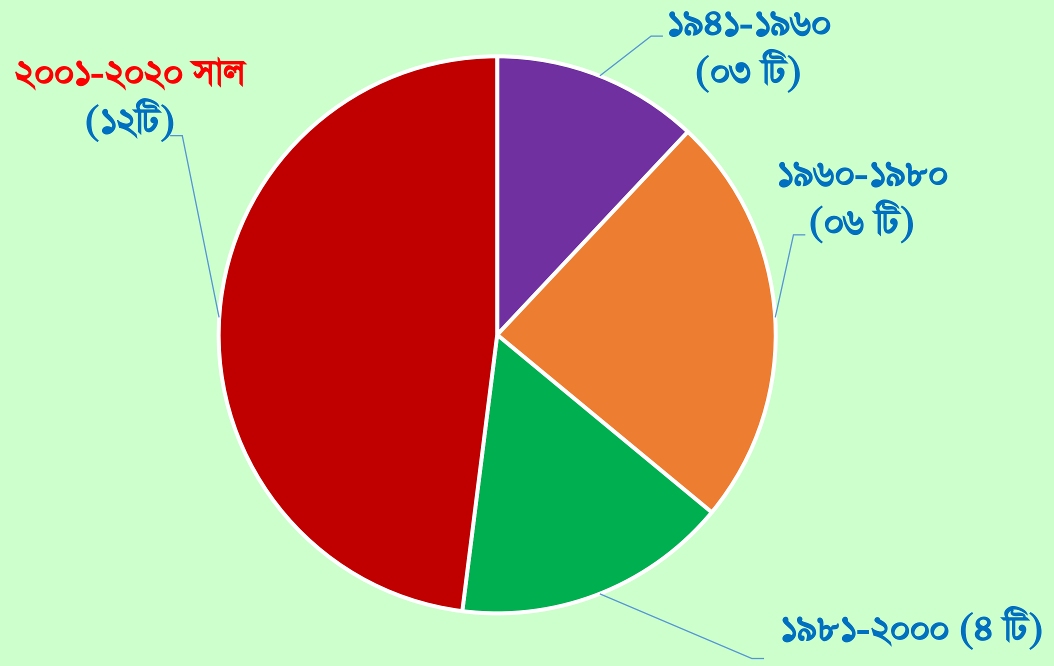

বাঁধের জন্য (২০২১-২২ অর্থবছর) প্রস্তাবিত বাজেট সরকারের প্রতিশ্রুতির কতটুকু প্রতিফলন হয়েছে ???

প্রস্তাবিত বাজেটে পাউবো'র জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ;

- মোট বাজেট ৮,৮২৭ কোটি টাকা
- উন্নয়ন বরাদ্দ ৬,৮৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে;
- উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মান খাতে ১,৭৬৮ কোটি টাকা ও মেরামতে বরাদ্দ মাত্র ২৪২ কোটি টাকা

সূত্র: পাউবো উন্নয়ন বরাদ্দ [২০২১-২২]

বাঁধ নির্মানে অবহেলা সরকারের প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রতিশ্রুতির সাথে অনেকাংশেই সংগতিপূর্ণ নয়

- ২.৫ কোটি জনগোষ্ঠী [প্রায় ১৫%] উপকূলের অধিক ঝুঁকিপুর্ণ এলাকায় বাস করে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর ফলে প্রতিবছর GDP এর ২-২.৫% ক্ষতির স্বীকার।
- সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য [জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা] এর সাথে প্রস্তাবিত বরাদ্দ সংগতিপূর্ণ নয়।

সরকারের হিসাব মতেই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ২০২০-২৫ সাল পর্যন্ত জিডিপি'র ২.৪% বিনিয়োগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে

বুক দিয়ে বাঁধ বাচানোর চেষ্টা আর কতদিন ???

- বাঁধ নির্মানে প্রতি বছর কমপক্ষে ১২০০০-১৫০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে।
- আমরা বাঁধ নির্মানে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর জন্য জেলাভিত্তিক বরাদ্দ চাই।
- বাঁধ নির্মানে কোন দাতা নির্ভরতা নয় বরং দীর্ঘমেয়াদি বিশেষায়িত তহবিল [Public Embankment Bond] উন্নয়ন করা যেতে পারে।

টেকসই বাঁধঃ "স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা" একটি গুরুত্বপূর্ন নিয়ামক,

- পাউবো-কে অবশ্যই বাঁধ কর্মসুচি বাস্তবায়নে পূর্বে জনগণ, স্থানীয় সরকারের [ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা] কাছে জবাবাদিহি করতে হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর সকল তথ্য সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে হবে।
- বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারকে ছেড়ে দিতে হবে।
- অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ ও মতামত নিতে হবে।

➢ তথাকথিত কন্ট্রাকক্টিং, সাব-কন্ট্রাকটিং বন্ধ করতে হবে।

➢ মূল ঠিকাদারকে কাজ করতে হবে।

➢ জেলা ভিত্তিক ঠিকাদার নিয়োগ দিতে হবে।

ছবি: সংগৃহীত

উপকূল ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষায় অন্যান্য বিকল্প ও আমাদের প্রস্তাবনা

- ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ২০০ মিলিয়ন এবং উপকূলের জনসংখ্যা ৭০ মিলিয়ন [৩০%] পর্যন্ত হতে পারে। উক্ত সময়ে

জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবে স্থানান্তর ও শহরমুখী অভিবাসন প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং এ সমস্যা উত্তরণে;

- সকল জেলা ও মফস্বল শহরগুলোকে প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাদি বিশেষ করে পানি, পয়: নিষ্কাশন, পরিবেশ সম্মত জ্বালানী ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- পাশাপাশি গ্রামগুলিতেও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করতে হবে। যাতে করে মানুষের শহরমূখী অভিবাসন প্রবণতা হ্রাস পায়।

ছবিঃ দ্যা ডেইলি স্টার

ছবিঃ কোস্ট

উপকূল ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষায় অন্যান্য বিকল্প ও আমাদের প্রস্তাবনা

দক্ষ জনবল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি কৌশল

- সরকারকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং তা বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহন
- ৮ম-১২তম শ্রেনী পর্যন্ত কারিগরী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা
- নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। ইউরোপের চাহিদা মাথায় রেখে উপকূলে নার্সিং ইনিষ্টিটিউট স্থাপন করে দক্ষ নার্স তৈরীর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করা।

ছবিঃ কোস্ট

উপকূল ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষায় অন্যান্য বিকল্প ও আমাদের প্রস্তাবনা

দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই প্রাকৃতিক উপকূলীয় সুরক্ষা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে করনীয়

- বাঁধ নির্মাণে সম্পদ ও প্রযুক্তি উভয়ই দরকারী কিন্তু সময়সাপেক্ষ। সুতরাং;
- শ্রীলঙ্কান মডেল অনুসরণ এবং বাঁধের উভয় পাশে সুবজ বেষ্টনী বাস্তবায়ন।
- বাঁধ-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী [চিংড়ি উৎপাদন] নিয়ন্ত্রণ করে, পরিবর্তে বিশেষায়ীত অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন করা যেতে পারে।

উক্ত সকল কাজগুলো পাউবো, বন বিভাগ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়সমূহকে একসাথে ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

ছবিঃ কোস্ট

ছবিঃ সংগৃহীত

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ